গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।
আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল।
ঢাকা-১০০।

আদেশ নং- ৭৬/মূসক/২০১৫ তারিখঃ ১/৬/১৫ জারির তারিখঃ ৬/৬/১৫

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ শাহনাজ পারভীন।
কমিশনার,
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

১. এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২. এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল, ঢাকার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩. আপিল আবেদনের উপর ২০০/-(দুইশত) টাকার মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করতে হবেঃ
(ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি আইনের ১ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনুযায়ী ৪.০০ (চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে।
(খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪. মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২(২) (খ) এবং Customs Act 1991 এর Section 1964 প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশের আরোপিত জরিমানা/ডিউটি ও অন্যান্য করাদি আইনের বিধানমতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৫. লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী নিজে অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চাইলে তাও লিখিত আপিল আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬. ক. অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ উত্তরা মটরস্ লিঃ, ৩৯, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
(মূসক নিবন্ধন নম্বর ১৯০১১০২৮৪৩৯)

৭. খ. অপরাধের ধরণ ঃ সময় মত মূসক পরিশোধ না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
গ. ফাঁকি প্রদত্ত মূসক এর পরিমাণ ঃ ৩,৮১,৭৫,৫২৩.৭৬

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কমিশনার, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকার মৌখিক নির্দেশক্রমে জনাব ইসমাইল হোসেন সিরাজী অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকার জারীকৃত পত্র নথি নং-৪/(৬)০৮/গোয়েন্দা ও তদন্ত/ প্রতিষ্ঠান পরিদর্শণ/২০১৪/৬০(১-৩), তাং-২৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ প্রয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মূসক কর্মকর্তাগণ গত ২৪-১১-২০১৪ খ্রিঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় উত্তরা মটরস্ লিঃ ১০২, শহীদ তাজ উদ্দিন আহম্মেদ স্বরনী, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রাক্কালে জারীকৃত ২৬ ধারা নোটিশের কপি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা হয়। অতঃপর উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পাওয়ায় মূসক ফাঁকির সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে কমিশনার, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ) ঢাকা এর মৌখিক নির্দেশক্রমে বিভাগীয় কর্মকর্তা কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, মতিঝিল বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক জারীকৃত পত্র নথি নং-৪/ভ্যাট/পরিদর্শন/মতিঝিল/৫৮৩/২০০৫/পি-৩/০২, তারিখঃ ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ প্রয়োগের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে মূসক কর্মকর্তাগণ গত ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় উত্তরা মসটর্ লিঃ, ৩৯ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রাক্কালে জারীকৃত ২৬ ধারা নোটিশের কপি প্রাপ্তি স্বীকার পূর্বক প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে মিঃ উত্তম কুমার সাহা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষরপূর্বক ২৬ ধারার নোটিশের কপি গ্রহণ করেন। অতঃপর উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটারে রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করা হয় ও কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় বিবরনী (sales Statement) প্রিন্ট করে প্রিন্ট কপিতে মিঃ উত্তম কুমার সাহা, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এর স্বাক্ষর ও সীল গ্রহণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মূসক-৫ এর মাধ্যমে আটক করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি বাস, মটর পার্টস্ ও ইলেকট্রিক জেনারেটর বানিজ্যিকভাবে আমদানী করে ও তা ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিক্রয় করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির আটককৃত বিক্রয় বিবরনী পর্যালোচনা করে দেখা যায় জানুয়ারী'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৩ পর্যন্ত ৪২,৯৭,৮১,৯৯৪.০০ টাকা ও জানুয়ারী'১৪ হতে ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত ৫২,৪৬,০৬,১০৯.০০ টাকা, সর্বমোট ৯৫,৪৩,৮৮,১০৩.০০ টাকা মূল্যের আমদানীকৃত বাস, মটর পার্টস্ ও ইলেকট্রিক জেনারেটর ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিক্রয় করেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয় হিসাব (মূসক -১৭), চলতি হিসাব (মূসক-১৮) ও দাখিলপত্র (মূসক-১৯) যাচাই করে মূসক পরিশোধের কোন তথ্য

পাওয়া যায়নি। উহার উপর বানিজ্যিক আমদানীকারক, ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক পণ্য সরবরাহরে উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর আদায় বিধিমালা ২০১২ অনুযায়ী উল্লিখিত বিক্রিত মূল্যের উপর ৪% হারে মূসক এর পরিমান দাঁড়ায় ৩,৮১,৭৫,৫২৩.৭৬ টাকা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বর্ণিত সময়ে আমদানীকৃত বাস, মটর পার্টস ও ইলেকট্রিক জেনারেটরের উপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৩,৮১,৭৫,৫২৩.৭৬ (তিন কোটি একাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত তেইশ দশমিক ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা মূসক ফাঁকি দিয়েছে, যা আদায়যোগ্য। উক্ত ফাঁকিকৃত মূসক এর উপর মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত আদায়যোগ্য সুদ ৫০,৩৬,২১৮.৬৫ (পঞ্চাশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুইশত আঠার দশমিক পয়ষট্টি পয়সা) টাকা (ফাঁকিকৃত রাজস্ব পরিশোধের পূর্বদিন পর্যন্ত সুদ হিসাব পূর্বক আদায়যোগ্য) ।

কারন দর্শানো নোটিশ, নোটিশের জবাব ও শুনানি

কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকার পত্র নথি নং- ৪/মূসক/(১৫)করফাঁকি/বিচার/২০১৫, তারিখঃ ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ দ্বারা কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। কর ফাঁকি মামলার প্রতিবেদন ও কারণ দর্শাও নোটিশে আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে সকল ধারা ও বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে তা আমরা স্বীকার করে নিয়েছি এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (৫) মোতাবেক আত্নপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যক্তিগত শুনানীতে ইচ্ছুক নই। একই আইনের ধারা ৩৭ এর উপধারা(২)এর দফা (থ) এর উপদফা (অ) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে কোন দন্ড আরোপিত হলে তা অনতিবিলম্বে পরিশোধ করিবে মর্মে জানান। এমতাবস্থায়, উক্ত মামলা দ্রুত নিস্পত্তির জন্য বিনীত অনুরোধ জানান।

পর্যালোচনা

মামলার প্রতিবেদন ও কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব পর্যালোচনা করা হল। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ আনিত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে ফাঁকিকৃত মূসক অনতিবিলম্বে পরিশোধ করবেন মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাবে লিখিতভাবে উল্লেখ করায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫৫ এর উপধারা (৩) অনুযায়ী চূড়ান্ত দাবিনামা জারির পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আনিত অভিযোগ স্বীকার করায় তাদের বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬, ধারা-৩১, ধারা-৩২, ধারা-৩৫ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-২২ বিধি-২৩ ও বিধি-২৪ লঙ্ঘন এর মাধ্যমে ৩,৮১,৭৫,৫২৩.৭৬ টাকা মূসক ফাঁকির অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে, যা এই আইনের ধারা -৩৭ এর উপধারা (২) এর দফা (গ) ও দফা (ড) এ বর্ণিত দন্ডযোগ্য অপরাধ। প্রতিষ্ঠানটি শুনানীতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করায় এই আইনের ধারা ৩৭ এর উপধারা (৫) অনুযায়ী শুনানী প্রদান করা হয়নি।

আদেশ

আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) এর দফা (থ) এর উপদফা (অ) মোতাবেক ১,৯১,০০,০০০.০০ (এক কোটি একানব্বই লক্ষ) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। এমতাবস্থায়, জানুয়ারী'১৩ থেকে ডিসেম্বর'১৪ পর্যন্ত ফাঁকিকৃত মূসক বাবদ ৩,৮১,৭৫,৫২৩.৭৬ (তিন কোটি একাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত তেইশ দশমিক ছিয়াত্তর পয়সা) টাকা, অর্থদন্ড বাবদ ১,৯১,০০,০০০.০০ (এক কোটি একানব্বই লক্ষ) টাকা এবং ফাঁকিকৃত মূসক পরিশোধের পূর্ব দিন পর্যন্ত মাসিক ২% হারে সুদ অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য আদেশ দেয়া হলো।

০২.০৩.১৫

[শাহ্নাজ পারভীন]

কমিশনার

তারিখঃ

নথি নং-৪/মূসক/(১৫)করফাঁকি/বিচার/২০১৫

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

০১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উত্তরা মটরস্ লিঃ, ৩৯ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

০২। বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, মতিঝিল বিভাগ।

০৩। রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট, সার্কেল বিভাগ।

০১.০৩.১৫

(মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী)

অতিরিক্ত কমিশনার